মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ষোড়শ বর্ষঃ দ্বিতীয় এপ্রিল ২০০৬

ঢাকা ও গাজীপুরে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের সদস্যরা গত ১ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখে গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ রেদুমোল্লা রোডে অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোসাম্মদ আমেনা খাতুন (৩৫) কে তার ভাড়া করা বসতঘর থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় তার নিকট থেকে পলিথিনে বাঁধাইকৃত ২২১ গ্রাম হেরোইন, হেরোইন বিক্রয়কৃত নগদ ৫৬,২০০/=(ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত) টাকা, হেরোইন মাপ-ঝোকের কাজে ব্যবহৃত নিক্তি-বাটকারাসহ একটি রাংটা, হেরোইনের পুড়িয়া বানানোর কাজে ব্যবহৃত একরোল কাগজ উদ্ধার করে। আসামী আমেনা খাতুন উক্ত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ হেরোইন ব্যবসায়ের কাজে জড়িত ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে গত ৪ এপ্রিল ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা ঢাকার সূত্রাপুর থানাধীন মুন্সিরটেকস্থ দয়াগঞ্জ থেকে ২ কেজি ৭০০ গ্রাম গাঁজাসহ সুমন হোসেন (২০) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। টীম একই দিনে উক্ত এলাকার বুলু চেয়ারম্যানের বস্তি থেকে ১৩১ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। ফেন্সিডিল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ নুর ইসলাম মোল্লা (২১) এবং মোঃ আলমগীর এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মোঃ আসামী নুর ইসলামকে গ্রেফতারপূর্বক পুলিশে সোপর্দ করা হয় এবং অপর আসামী মোঃ আলমগীর পলাতক রয়েছে। আসামীরা উক্ত এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল বলে জানা যায়।

রাজশাহীতে মদ, জাওয়া এবং হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ২৯ মার্চ, ২০০৬ ইং তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন নামাজগ্রাম থেকে ১১১ লিটার চোলাইমদ, ১৫০০ লিটার জাওয়া ওয়াশ উদ্ধার করে।ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আলমগীর হোসেন ও মোঃ মোস্তান মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসামীরা পলাতক রয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা অপর একটি অভিযানে একই দিনে রাজশাহীর গোদাগাড়ীস্থ থানাধীন ডিমভাঙ্গাস্থ এলাকার মইশাল বাড়ী থেকে ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে। অবৈধ হেরোইন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ ফরহাদ আলী (২৮) নামক একজনকে আসামী করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার সাথে জড়িত ফরহাদ পলাতক রয়েছে।

বাংলা বর্ষবরণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলা বর্ষবরণ বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে বাঙ্গালীদের মাঝে মধ্যে নতুনত্বের এক আনন্দধারা বয়ে যায়। কিন্তু এক শ্রেনীর লোক বর্ষবরণে আনন্দ-উচ্ছাস করার নামে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। এজন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের ৪ টি বিশেষ স্কোয়াড বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে নিয়োজত ছিল। অধিদপ্তরের চিহ্নিত স্থানগুলি হল-রমনা, ধানমন্ডি, লালবাগ, সবুজবাগ, গুলশান, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, ডেমরা, সদরঘাট, সূত্রাপুর ও মতিঝিল এলাকা। অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকদের নেতৃত্বে প্রতিটি টিমে ৮ থেকে ১১ জন সদস্য ছিল।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মার্চ/০৬ মাসে ৭টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৬৫৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১৭৬ জন এবং বহিঃর্বিভাগে ৪৭৮ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। মার্চ/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৭১	৩০৫	৩৭৬	২০৬	১৭০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২	৫	৭	৭	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৩	৪৫	৯৮	৩৩	৬৫
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৮	১৮	৫৬	১০	৪০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১২	১০৫	১১৭	৮৩	৩৪
মোট	১৭৬	৪৭৮	৬৫৪	৩৪৫	৩০৯

সম্পাদকের কথা

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেকটি মানুষই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে । মানুষ তার নিজের তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে । কেননা কোন মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেনা। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদেরকে একে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে মানুষ একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। এসব সামাজিক সংগঠনের মধ্যে আদি ও অন্যতম হল পরিবার। তাই মানব সমাজে পরিবারের গুরুত্ব সর্বাধিক। একটি আদর্শ পরিবারই দিতে পারে একজন মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবন, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষ তার জীবনে সর্বপ্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। একটি শিশু যখন থেকে বুঝতে শিখে তখন থেকেই অনুকরণ করতে থাকে তার পরিবারের অপরাপর সদস্যদের। তাই একটি সুন্দর সুনাগরিক পেতে হলে শিশুদেরকে শৈশবকাল থেকেই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি অভিভাবককেই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে তার প্রিয় সন্তানটি যেন বিপথগামী না হয়ে পড়ে। একজন সচেতন অভিভাবকের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব তার প্রিয় সন্তানটি কোন দিকে এগোচ্ছে। কারণ একটি সুস্থ সন্তান একদিনেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েনা। প্রথমে সে ধূমপান শুরু করে এরপর কোন অসুস্থ পরিবেশ থেকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ হতে থাকে মাদকের মত মারাত্মক নেশার দিকে। তাই প্রত্যেকটি অভিভাবককেই খেয়াল রাখতে হবে তার প্রিয় সন্তানটি কোন পরিবেশের এবং কাদের সাথে মিশছে। সন্তান যদি মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তার ফল ভোগ করবে তারই পরিবার। মাদকাসক্তের প্রভাব সর্বপ্রথম পড়বে তার পরিবারের উপর। প্রত্যেকটি সন্তানকে যদি বাবা-মা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারেন তবে তার সন্তান অবশ্যই সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই বেড়ে উঠবে। আর সন্তানের মধ্যে যদি পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও সামাজিক মূল্যবোধ না থাকে তাহলে তার পরিবারে ধীরে ধীরে অবক্ষয় নেমে আসবে। পরিবারে দেখা দিবে বিশৃংখলা, সম্মুখীন হবে আর্থিক সমস্যার। একসময় এই সমস্যাই রূপ নেবে প্রকট পারিবারিক সমস্যারূপে। মাদকাসক্ত যখন তার নেশার অর্থের যোগান পরিবার থেকে পাবেনা, তখনই সে নানাবিধ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনে স্বচেষ্ট হবে। আর এভাবেই শুরু হবে তার নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ। তাই প্রথমেই মাদকমুক্ত রাখতে হবে পরিবারকে। এদেশের প্রত্যেকটি পরিবারই যখন মাদকমুক্ত হয়ে পড়বে, তখনই থাকবেনা এদেশে কোন মাদকাসক্ত। আসুন আমরা প্রত্যেকেই মাদকমুক্ত পরিবার গঠনে সচেষ্ট হই এবং মাদকমুক্ত দেশ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করি।

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ২৭/০২/২০০৬ ইং তারিখে এবং পাবনা উপ-অঞ্চলের উপ পরিদর্শক জনাব মোঃ আবু আনসার মিয়া ১৩/০৩/২০০৬ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ২৭/০২/২০০৭ তারিখে এবং জনাব মোঃ আবু আনসার ১৩/০৩/২০০৭ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক মার্চ/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৭৮	৮২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৫০
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৩	৩৩
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৭	৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫৭	৫৩
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১৪
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪০	৩১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৭
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৮	২৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১০	১০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২	-
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৬	২৯
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩১	৪৪
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৩	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৮
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৪
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৭	৫৮
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২৩	২৮
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	১৮
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৬	৩৮
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২২
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৯
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	৮
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২
	সর্বমোটঃ	৬২২	৬৬২

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে মার্চ/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসরস এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৫ হতে মার্চ/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	মার্চ/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১৪১৭.৬৬৯ মেঃ টন	২১৫.২০০ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	৩৭২.১২০ মেঃ টন	৭০.৩২০ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩২০.৬২৬ মেঃ টন	৮৯.৬০০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৭০.৯১৯ মেঃ টন	২৬.৪৯৪ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	২৯১.৭০০ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

মার্চ/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। মার্চ/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬২২ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৬২ জন। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাস থেকে মার্চ/০৬ মাসে অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৮ টি এবং আসামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৭ টি। অধিদপ্তরের মার্চ/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৩১	১৬৪	১.৮১৩ কেজি
গাঁজা	১৬৮	১৭৫	১০৮.৮০৯কেজি
গাঁজা গাছ			১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৬৮	১৫৫	২২৭৪.৫ লিটার
বিদেশী মদ	১	১	৬.৫ লিটার
বিদেশী মদ	২১	২৪	৩৬৮ বোতল
বিয়ার	৩	৪	৯১ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১৪	১৭	৪৪.৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৫	৭	১৩২ লিটার
ফেন্সিডিল	৯৩	৯৮	২৭৯৫ বোতল
ফেন্সিডিল(লুজ)			৫৭.৪ লিটার
তাড়ী(টোডি)	১০	১০	১০১৭ লিটার
জাওয়া	২	২	১৯৭৯৯ লিটার
বাখার			১ কেজি
এ্যালকোহল	৩	৩	৩.৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২	২	৩৫ এ্যাম্পুল
মুলি	১		৩২০ পিচ
নগদ অর্থ			৭৭৬৫০ টাকা
মোবাইল সেট			৭ টি
ট্রাক			১ টি
ভারতীয় শাড়ী			৫৪০ পিচ
মোট	৬২২	৬৬২	

কুমিল্লায় ১৫৯ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা উপ-অঞ্চল সদর সার্কেলের সদস্যরা গত ১১ মার্চ, ২০০৬ ইং তারিখে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়াস্থ চান্দদোলা নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ১৫৯ বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ বাচ্চু মিয়া এবং সাবিত্রি রাণী পাল(৩৫) এর নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সদস্যরা সাবিত্রি রাণী পালকে গ্রেফতার করে পুলিশে সোপর্দ করে এবং অন্য আসামীরা পলাতক রয়েছে।

আইন-আদালত

মার্চ/০৬ মাসে মোট ৩০৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে ১৪৪ মামলার আসামী সাজা পেয়েছে এবং ১৫৭ টি মামলা খালাস পেয়েছে সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৬১ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭০ জন। মার্চ/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩০১৯৬ টি । উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	মার্চ/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬০	৭০	৪৫৩৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১০	১০	২৮৭৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	২০১৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	৪৫৫
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৪৬৩
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	৪৩০
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩	৩	২৩৪৭
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৭৫৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	৫	৪১৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৫২৯
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫১১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১২৭
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	১	১	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১	৫১
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩৪০
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৭	৯	২০২৭
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৮	৮	৬৮৮
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	১২	১২	৯৮৭
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৪	৪	৬২৩
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৯৮
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৩৯
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৭৪
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬	৬	৩১২৪
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	২	৩	১৩৫০
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	১০৯৭
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৫১২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৮	৯	১২৪৭
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	২৭২
	সর্বমোটঃ	১৪৪	১৬১	৩০১৯৬

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের মার্চ মাসের সাথে ২০০৬ সালের মার্চ মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	মার্চ/০৫	মার্চ/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৩৮,৪০,৫০৩	৪৩,০৫,৯২৫
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৭,৫৩,৫৬৪	৬৫,১০,২০২
৩।	খুলনা বিভাগ	১,৪৮,১৪,৫৯১	১,৬৭,২৬,৯০৩
৪।	রাজশাহী বিভাগ	৩১,০১,৯১৩	৩৫,১৫,২৫৫
	মোট	২,৭৫,১০,৫৭১	৩,১০,৫৮,২৮৫

জেলা পর্যায়ে ২৬ জুন,২০০৬ উদযাপনের গৃহীতব্য কর্মসূচী

আগামী ২৬ জুন, ২০০৬ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস দেশব্যাপি যথাযথ গুরুত্বের সাথে উদযাপনের জন্য ২ মার্চ ২০০৬ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রাজধানী ঢাকায় দিবসটি উদযাপনের জন্য বিস্তারিত খসড়া কর্মসূচী প্রনয়ন করা হয়। সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, জেলা শহরগুলিতে জেলা প্রশাসক তথা সভাপতি, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির নেতৃত্বে দিবসটি গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে বিগত বছরগুলির ন্যায় জেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১) জেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত ২ টি বিষয়ে অথবা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ক-গ্রুপঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুর্ধ্ব ১২০০ শব্দের রচনা।

বিষয়ঃ মাদকমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্রসমাজ।

খ-গ্রুপঃ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অনুর্ধ্ব ১৫০০ শব্দের রচনা।

বিষয়ঃ মাদকাসক্তি ও **HIV/AIDS.**

২) প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

- ২২ জুন- গণসংযোগের জন্য মাইকিং;
- ২৩ জুন-মাদকবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;
- ২৪ জুন-সিনেমা স্লাইড/প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী;
- ২৫ জুন-লিফলেট, পোস্টার, স্টীকার ইত্যাদি বিতরণ;
- ২৬ জুন- আলোচনা সভা/ সেমিনার।

৩) স্থানীয় এনজিও সমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচারণামূলক গণসচেতনতা সৃষ্টি।

৪) সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপি বিশেষ অভিযান পরিচালনা।

৫) ২৬ জুন সকল স্থানীয় পত্রিকায় প্রধান শিরোণামে দিবসটি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা।

৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।

৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী ডিটক্সিফিকেশন ক্যাম্প/তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।

৮) এতদ্ব্যতীত স্থানীয়ভাবে সুবিধাজনক অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহন করা যেতে পারে।

বর্ণিত কর্মসূচীগুলি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-আঞ্চলিক/সার্কেল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জেলা প্রশাসকগণের পরামর্শ মোতাবেক বাস্তবায়ন করবেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও স্ব-স্ব এলাকায় নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মার্চ/০৬ মাসে মোট ৫৭৬ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। মার্চ/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ৩৫ টি।
২. মাইকিং- ২১ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৯ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৬৩ টি।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ২ টি।
৬. অপারেশনকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ১৭ টি।
৭. এনজিও বিষয়ক কর্মসূচী- ৪ টি।
৮. অন্যান্য কর্মসূচী- ২৫ টি।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। মার্চ/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	নমুনা প্রাপ্তি	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬২৭	৬২৭	-	৬২৭	-
পুলিশ	৪৬৯	৪৬৮	১	৪৬৯	-
বিডিআর	৭	৭	-	৭	-
র‍্যাব	১	১	-	১	-
সর্বমোট	১১০৪	১১০৩	১	১১০৪	-

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।